Mahatma Gandhi

গান্ধীজীর ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা

সত্য সম্বন্ধে গান্ধীজীর ধারণা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের ধারণার দিকেই অগ্রসর হয় । তিনি মনে করতেন , ঈশ্বর হোলেন সত্য, ঈশ্বর কোন ব্যক্তি নয় , তিনি হলেন নীতি , সত্য, ভালবাসা, আলোর এবং জীবনের উৎস , সবকিছুর উপর, ধর্মবুদ্ধি। তিনি সবার উপর থাকেন । তিনি পৃথিবীকে অতিক্রম করে যান। মানুষের অন্তঃস্থলে অবস্থিত ধর্মবুদ্ধি হয়ে নিজের অবস্থান ব্যক্ত করেন , যা মানুষের প্রকৃত আত্মাকে ব্যক্ত করেন। সুতরাং ঈশ্বরের চরম বাস্তবতা এইভাবে তাঁর অস্তিত্বের দুটি ধরণকে প্রকাশ করে থাকে - ১) মানুষের ও প্রকৃতির রাজ্যের সাথে মিশে আছে বা সমকালিন হয়েছে ২) অতিক্রম করে গেছে ।

ঈশ্বর হল চরম বাস্তবতা । প্রকৃতির বিস্ময়কর রাজ্য এবং মানুষ হলো আপেক্ষিক। একটি হলো সঠিক অপরটি হলো অসম্পূর্ণ । পূর্বেরটি অসীম, পরবর্তীটি হলো সসীম । আপেক্ষিক সত্য অপ্রকৃত হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে না । ঈশ্বর সর্ব পরিব্যাপ্ত, বিস্ময়কর পৃথিবী তাঁর অধীন। মানুষ অবিরাম প্রচেষ্টা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে চাওয়া । সেই কারণেই মনুষ্য চেতন বা অবচেতনভাবে আত্মোপলব্ধির প্রতি কার্য করে যায় । গান্ধীজী যখন আত্ম উপলব্ধির কথা বলছেন তখনই তিনি উচ্চতর আত্মাকে উপলব্ধির কথা বলেছেন, যা তাঁর মনে চরম বাস্তবতার সমকালীন হয়েছে, তাঁর কাছে সত্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। যেহেতু অহিংসা এই বিস্ময়কর পৃথিবীতে সত্য হিসেবে প্রকাশিত, তাই তাৎপর্যগত নিক নিয়ে আত্মোপলব্ধি হল সঠিক বা সম্পূর্ণ অহিংসা দর্শণের প্রাপ্তি ।নেতিবাচক দিক দিয়ে বলতে গেলে , এটি হল স্বাধীনতা যা হিংসার ভয়ঙ্কর কুন্ডলী থেকে উদ্ভূত । হিংসা পাশবিক শক্তির মধ্যে নিম্নতর আত্মাতে বিরাজ করে । গান্ধীজীর মতে উচ্চতর আত্মাকে উপলব্ধি করতে হলে তাকে শূণ্যে নেমে আসতে হবে ।